তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
JUL 26 2002

বাঁয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিলে দোয়েল চত্বরে পুলিশের বাধা। ডানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের ব্যঙ্গ চিত্র প্রদর্শনী

মিছিলে বিক্ষোভে উত্তাল ঢা.বি ক্যাম্পাস

□ আগামীকালের মধ্যে উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি □ ছাত্রীরা হল ছেড়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশের সহিংস তাণ্ডবের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর প্রতিবাদের ঢল নেমেছিল। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ভিসি ও প্রক্টরকে শনিবারের মধ্যে পদত্যাগের আলটিমেটাম দিয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ, আর্মড ব্যাটালিয়ন ও বিডিআর-এর উপস্থিতিতে গতকাল ক্যাম্পাস যেন ক্যান্টনমেন্টে রূপ নেয়। তবে এর মধ্যেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। এসব বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বেশ কয়েকজন শিক্ষকও অংশ নেন। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করে মধ্যরাতে ছাত্রীদের ওপর হামলার বিচার দাবি করে।

এদিকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকসহ কয়েকজন মন্ত্রী ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি দেয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিকে গতকালও ক্যাম্পাসে পুলিশের ধরপাকড় অব্যাহত ছিল। বিক্ষোভ করার দায়ে ক্যাম্পাস থেকে ৮ জ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। গতকাল বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে ৬ দফা দা ঘোষণা করেছে। তাদের দাবিগুলো হচ্ছে— হল ও ক্যাম্পাসে হামলার সঙ্গে জড়িত দোষী পুলিশ, ভিসি, প্রক্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শনিবারের মধ্যে অপসারণ, গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্রছাত্রীর নিঃশর্ত মুক্তি ও হয়রানি মামলা প্রত্যাহার, ক্যাম্পাস থেকে অবিলম্বে পুলিশ-বিডিআর প্রত্যাহার ও ক্যাম্পাসে পুলিশ পাঠানোর স্বৈর আ ক্ষমতা চিরতরে রোধ করে কার্যকর আইন প্রণয়ন, শামসুন্নাহার হলসহ সকল হল থেকে অবৈধ সন্ত্রা তালিকা করে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার, বিভিন্ন হলে সাধারণ ছাত্রদের ওপর হামলা-নির্যাতন বন্ধ এবং ১০৮ নম্বর যারা পরীক্ষা দিতে পারেনি তাদের পরীক্ষা নেয়ার দাবি।

সকাল থেকে বিভিন্ন আবাসিক হল, বাসা থেকে শত শত ঢা.বি পৃঃ ২ কঃ ৩

ঢা.বি ঃ ক্যাম্পাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রী অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হতে থাকে। বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলা জনসমুদ্রে রূপ নেয়। সেখান থেকে তারা বিক্ষোভ মিছিল সহকারে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, টিএসসি হয়ে দোয়েল চত্বরের কাছে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। সেখানে ১০ মিনিট অবস্থান ধর্মঘটশেষে পুলিশি বাঁধা উপেক্ষা করে তারা কার্জন হল প্রদক্ষিণ করে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। 'দালাল ভিসির দুই গালে জুতা মার তালে তালে', 'যে ভিসি মানুষ মারে সেই ভিসি চাই না', 'ছাত্রী হলে হামলা কেন দালাল ভিসি জবাব দে' প্রভৃতি শ্লোগানে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিলে শিক্ষক, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন, জাসদ ছাত্রলীগ সর্বাত্মক সমর্থন জানায়। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বলেছে, শনিবারের মধ্যে আমাদের দাবি মানা না হলে জঙ্গি কর্মসূচি দেয়া হবে। একই দাবিতে তারা শুক্রবার ভাষা ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা বর্জনের জমায়েত, হলে হলে মিছিল সমাবেশ, শনিবার সকাল ১০টায় অপরাজেয় বাংলায় মিছিল ও সংহতি সমাবেশ। আগামীকাল তারা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে। ছাত্রছাত্রীদের ডাকা ধর্মঘটে কোন ক্লাস, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রলীগ কার্জন হলে, জাসদ ছাত্রলীগ ডাকসু ভবনে ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য মধুর ক্যান্টিনের সামনে সমাবেশ করে। ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢা.বি সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, আবু সাঈদ প্রমুখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেন। জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি করিম শিকদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মির্জা আনোয়ারুল হক, গোলাম শামীম, আলী হাসান তরুণ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, শামসুন্নাহার হলের ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি কালোরাত, কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বাম ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফিরোজ আহমেদ, নুরুল ইসলাম, শরিফুজ্জামান শরিফ, তাসলিমা আক্তার রীমা প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করে বলেন, যারা ছাত্রীদের নিরাপত্তা দেয়ার বদলে গভীর রাতে পুলিশ লেলিয়ে দেয় তাদের এ পদে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই।

আতঙ্কে ছাত্রীদের হলত্যাগ

নিরাপত্তাহীনতায় শামসুন্নাহার, রোকেয়া, মৈত্রী ও ফজিলাতুন্নেসা হলের ছাত্রীরা বুধবার থেকে হল ত্যাগ করতে শুরু করে গতকালও ছাত্রীদের হল ছাড়তে দেখ যায়। শামসুন্নাহার ও মৈত্রী হলের ৯৯ ভা ছাত্রী হল ছেড়েছে। রোকেয়া ফজিলাতুন্নেসা হলেও অধিকাংশ ছাত্রী হলে না থাকায় হলগুলো এখন শূন্য হয়ে পড়েছে। শামসুন্নাহার হলের দ্বিতীয় বর্ষে এক ছাত্রী বলল, আমরা হলে নিরাপদবোধ করি না। অন্য এক ছাত্রী বলল, আর কোন ছাত্রী প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখবে না। আমরা আজ অভিভাবকদের কাছে নিরাপত্তাহীন। এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি থাকতে পারে।

ক্যাম্পাস যেন মিনি ক্যান্টেনমেন্ট

শত শত পুলিশ, আর্মড ব্যাটালিয়ন বিডিআর মোতায়েনকৃত ক্যাম্পাস এখ ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়েছে। রাতে আঁধারে ক্যাম্পাসে এখন ভূতুড়ে পরিবে সৃষ্টি হচ্ছে। পুলিশের চরিত্র ও তাদের জঘন্য হামলার ঘটনায় ছাত্রদের মধ্যে এদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভাব ফুটে উঠেছে। ক্যাম্পাসের প্রতিটি হল, মল চত্বর, প্রশাসনিক ভবন, ভিসি ভবন, কলাভবনের সামনে-পেছনে, মধুর ক্যান্টিনে, ডাকসু ভবনে, লাইব্রেরি চত্বরে, টিএসসিতে ব্যাপক পুলিশের উপস্থিতিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তার বদলে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ধড়পাকর অব্যাহত

পুলিশের ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে গতকাল ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ ৮ জন গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে ২ বহিরাগত। ভোর ৬টায় ডিবি পু আইবিএ ভবনের সামনে প্রতিবাদ পো টাঙানোর সময় ছাত্রফ্রন্টের ওয়াহিদুজ্জামান নান্নু, জান্নাতুল ইস ডালিম, হেলাল ও প্রিন্সকে গ্রেফতার ক জাসদ ছাত্রলীগ সকাল সাড়ে ১০টায় ম ক্যান্টিন থেকে মিছিল করার স সংগঠনের কর্মী নাদিম ও পিন্টুকে গ্রেফত করে। একই সময় টাঙ্গাইল থেকে আগ নাজিম উদ্দিন ও মফিজকে সন্দেহমূল কারণে গ্রেফতার করা হয়। এরা ছাত্রদ সহ-সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পুলিশ জানায়, মফিজের হাতে একটি পাথর পাওয়া যায়।

প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে ছাত্রদলের বাধা

বিভিন্ন হল থেকে আগত সাধারণ ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে এলে ছাত্রদল কর্মীরা তাদের বাধা দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জিয়া হলের ছাত্রদল কর্মীরা সকালে এদের বাধা প্রদান করে। জানা যায়, প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে আসতে গেলে জিয়া হলের রাশেদকে ছাত্রদল ক্যাডার শামীম মারধর করে।

চারুকলার শিক্ষার্থীদের ব্যাঙ্গ চিত্র প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে চারুকলার শিক্ষার্থীরা ইনস্টিটিউটের সামনে সাদা কাপড়ের ওপর ব্যাঙ্গ ও প্রতিবাদ চিত্র প্রদর্শন করে। জানা গেছে এখানেও এদের কর্মসূচি ... ছাত্রদল ক্যাডা...